দেশের অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন নেই। উদ্যোক্তাদের পরিচালনা পর্ষদেও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, ট্রেজারারও নেই; নেই অনেকগুলোর স্থায়ী ক্যাম্পাস। অতিরিক্ত টিউশন ফি আদায়সহ নানা সমস্যায় জর্জরিত। এ ধরনের বিশ^বিদ্যালয়ে সরকার শুদ্ধি অভিযান শুরু করেছে। আইন মানতে বাধ্য করা হচ্ছে। এর মধ্যে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে মৌলিক সংস্কার পর্যন্ত করতে বাধ্য হয়েছে কর্তৃপক্ষ। এতে উৎকণ্ঠা, অস্বস্তিতে পড়েছেন অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় উদ্যোক্তা। শাস্তি এড়াতে কেউ কেউ রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে দৌড়ঝাঁপ শুরু করছেন দপ্তর থেকে দপ্তরে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে (ইউজিসি)।

ইউজিসির দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, এ বছর ডিসেম্বরের মধ্যে নিজস্ব ক্যাম্পাসে না গেলে ২২ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি বন্ধ করে দেওয়া হবে। আইনানুযায়ী নিজস্ব ক্যাম্পাসে যায়নি- দেশের এমন ২২ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে কঠোর অবস্থান নিচ্ছে ইউজিসি। সংস্থাটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এ বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে যদি এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব ক্যাম্পাসে না যায়, তা হলে আগামী বছরের জানুয়ারি থেকে ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ করে দেওয়া হবে। একই সঙ্গে স্থায়ী ক্যাম্পাস ছাড়া অন্যান্য ক্যাম্পাস বা ভবনগুলো অবৈধ হিসেবে বিবেচিত হবে।

advertisement 3

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনে বলা হয়েছে- প্রতিষ্ঠার সাত বছরের মধ্যে নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে হবে। এ জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরে এক একর ও অন্য এলাকায় দুই একর জমি থাকতে হবে। ২০১০ সালে সংশোধিত আইন হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিজস্ব ক্যাম্পাসে যাওয়ার সময় বেঁধে দিয়েছিল সরকার। কয়েক দফায় সময় দেওয়ার পরও অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব ক্যাম্পাসে যেতে পারেনি।

advertisement 4

অথচ পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কোনো কোনোটি প্রতিষ্ঠার বয়স দেড় যুগের বেশি, কোনোটির বয়স দুই দশকের বেশি হয়ে গেছে। তার পরও পুরনো ৫১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ২৩টি এখনো পুরোপুরিভাবে নিজস্ব ক্যাম্পাসে যায়নি। এর মধ্যে একটি নিজস্ব ক্যাম্পাসের বিষয়ে ইউজিসিকে কিছুই জানায়নি। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কমিটি গঠন করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে ইউজিসি।

এ প্রসঙ্গে ইউজিসির দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা আমাদের সময়কে বলেন, যেসব বিশ^বিদ্যালয় আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের পরও নিজস্ব ক্যাম্পাসে যেতে পারেনি, তাদের আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে নিজস্ব ক্যাম্পাসে যেতে হবে। তা না হলে জানুয়ারি মাস থেকে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ করে দেওয়া হবে।

যে বিশ্ববিদ্যালয়ে শুদ্ধি অভিযান : গত ৮ সেপ্টেম্বর বেসরকারি মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের সবাইকে সরিয়ে ট্রাস্টি বোর্ড পুনর্গঠন করে দিয়েছে সরকার। পুনর্গঠিত ১৩ সদস্যের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান করা হয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলামকে। এতে আগের কমিটির সবাইকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কেবল পদাধিকার বলে উপাচার্যকে রাখা হয়েছে।

এত দিন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল্লাহ। তিনি বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য। পরে তিনি এলডিপিতে যোগ দেন। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিচালনায় জড়িতদের কেউ কেউ জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

এর আগে গত ১৬ আগস্ট বেসরকারি নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ভেঙে দিয়ে ১২ সদস্যের নতুন বোর্ড গঠন করে দিয়েছে সরকার। পুরনো ট্রাস্টি বোর্ডের সাতজনই নতুন বোর্ড থেকে বাদ পড়েছেন। এদের মধ্যে চারজন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় কারাগারে। 'দুর্নীতি, রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ ও জঙ্গিবাদের পৃষ্ঠপোষকতার' অভিযোগে ১৬ সদস্যের ট্রাস্টি বোর্ড ভেঙে দেয় সরকার।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশে বলা হয়, নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের (বিওবি) কিছু সদস্য এবং কর্মকর্তা রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ, জঙ্গিবাদের পৃষ্ঠপোষকতা, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতায় জড়িত বলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) তদন্তে প্রমাণ হয়েছে।

এদিকে আমেরিকা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির আইনি ভিত্তি নেই, ভর্তি না হতে পরামর্শ দিয়েছে ইউজিসি। গত ৮ সেপ্টেম্বর ইউজিসি এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য প্রকাশ করে। ইউজিসি জানিয়েছে, এ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ইউজিসি এ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়টির কার্যক্রমের জন্য দেশের উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী নেতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি হচ্ছে বলেও অভিমত দিয়েছে ইউজিসি।

এ বিষয়ে ইউজিসি সদস্য (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যাপক বিশ্বজিৎ চন্দ বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়টি সাময়িক অনুমতিপত্রের মেয়াদের মধ্যে সনদপত্রের জন্য আবেদন করেনি এবং সনদপত্র পাওয়ার জন্য শর্তগুলো পূরণেও ব্যর্থ হয়েছে। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়টির কার্যক্রমের আইনগত কোনো ভিত্তি নেই। এ জন্য জনস্বার্থে শিক্ষার্থীদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। 'অভিভাবকহীন' এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে বিশ্বজিৎ চন্দ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ২০০৬ সালের পর আচার্য ও রাষ্ট্রপতির নিয়োগ করা কোনো উপাচার্য, সহ-উপাচার্য এবং কোষাধ্যক্ষ নেই। বর্তমানে বৈধ কোনো কর্তৃপক্ষ নেই। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়টির সব শিক্ষাক্রমের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় এসব একাডেমিক প্রোগ্রাম বৈধতা হারিয়েছে। বৈধ সিন্ডিকেট এবং একাডেমিক কাউন্সিল না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়টির একাডেমিক, প্রশাসনিক, আর্থিক, ভর্তি, পরীক্ষা ও ফল এবং একাডেমিক সনদের আইনগত কোনো বৈধতা নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এর আগে ইউজিসি গত ১৭ মে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ করে কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে। এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে- কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির বর্তমান ক্যাম্পাস 'মোটেও শিক্ষার্থীবান্ধব নয়'। সে কারণে ক্যাম্পাস স্থানান্তর না করা পর্যন্ত নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকবে।

শুদ্ধি অভিযান প্রসঙ্গে নর্থ সাউর্থ বিশ^বিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আতিকুল ইসলাম আমাদের সময়কে বলেন, সরকার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আইনের মধ্যে রেখে শৃঙ্খলার মধ্যে পরিচালনা করতে চাচ্ছে- এটি নিঃসন্দেহে ভালো উদ্যোগ। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় কর্তৃপক্ষের অনেক সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। অর্থনৈতিক সংকট থাকতে পারে, যেহেতু প্রায় দুই বছর করোনা সংক্রমণের মধ্যে আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাপনই ব্যাহত হয়েছে। এসব বিবেচনায় সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় উদ্যোক্তরা উভয় মিলেই সমাধানের পথে এগোতে পারে।

এ প্রসঙ্গে ইউজিসি পরিচালক (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়) মো. ওমর ফারুখ আমাদের সময়কে বলেন, সরকার চাচ্ছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আইন মেনে মানসম্পন্ন পাঠদান পরিচালনা করতে। এখানে যারা আইন মানবে না, তারা তো ক্ষতিগ্রস্ত হবেই। মানসম্পন্ন পাঠদানের জন্য, সরকারনিযুক্ত উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, ট্রেজারার থাকতে হবে, উপযুক্ত ক্যাম্পাস প্রয়োজন, শিক্ষক প্রয়োজন, লাইব্রেরি-ল্যাব প্রয়োজন। যারা এখনো সাময়িক সনদ নিয়ে পরিচালনা করছেন, স্থায়ী সনদের যোগ্যতা অর্জন করেনি, তারা অন্যদের চেয়ে পিছিয়ে পড়বেন।

ইউজিসির তথ্যানুযায়ী বর্তমানে ৩৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নেই। উপ-উপাচার্য নেই ৭২ প্রতিষ্ঠানে আর কোষাধ্যক্ষ নেই ৪৩টিতে। বর্তমানে দেশে অনুমোদিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১০৫টি।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বর্তমান অবস্থা : ঢাকায় অবস্থিত দ্য পিপল'স ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ ১৯৯৬ সালে সাময়িক অনুমতি পেয়েছিল; কিন্তু এখনো নিজস্ব ক্যাম্পাসে যেতে পারেনি। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে ইউজিসি বলছে, আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে তাদের সম্পূর্ণ শিক্ষা কার্যক্রম স্থায়ী ক্যাম্পাসে স্থানান্তর করতে হবে। অন্যথায় আগামী বছরের ১ জানুয়ারি থেকে স্থায়ী ক্যাম্পাস ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়টির অন্যান্য ভবন বা ক্যাম্পাস অবৈধ বলে বিবেচিত হবে এবং সব প্রোগ্রামে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ রাখতে হবে।

২০০০ সালে সাময়িক অনুমোদন পাওয়া ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বর্তমানে বনানী ও গ্রিন রোডে শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে। নিজস্ব ক্যাম্পাসের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলেছে, বিশ্ববিদ্যালয়টির সাতারকুলে স্থায়ী ক্যাম্পাসে ৬২ হাজার বর্গফুটের একটি ভবনে ইউজিসি অনুমোদিত ২৯টি প্রোগ্রামের মধ্যে ১০টির ক্লাস হয়। তাদের ৬০ হাজার বর্গফুটের আরেকটি ভবনের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হলে আগামী বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে তারা স্থায়ী ক্যাম্পাসে সম্পূর্ণরূপে স্থানান্তর করতে পারবে। তবে ইউজিসি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এ বছরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব ক্যাম্পাসে যেতে হবে।

মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ ইউজিসিকে জানিয়েছে, তারা ২০১৭ সাল থেকে আশুলিয়ায় ৩ দশমিক ৩০ একর নিজস্ব জমিতে স্থায়ী ক্যাম্পাস চালু করেছে। তবে গুলশানে অবস্থিত নিজস্ব ভবনে প্রশাসনিকসহ সীমিত কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। তাদেরও এ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব ক্যাম্পাসে যেতে হবে।

ঢাকার মোহাম্মদপুরের আদাবরে নির্মাণাধীন ভবনে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির আংশিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এ ছাড়া ইকবাল রোডে অস্থায়ী ক্যাম্পাসেও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা হচ্ছে।

ঢাকার ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভ গাজীপুরে ৩ দশমিক ৮২ একর জমি কিনেছে। তবে তাদের জমিটি ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের কাছে হওয়ায় বন ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র পায়নি এবং গাজীপুর সিটি করপোরেশনের কাছ থেকে ভবনের নকশার অনুমতি না হওয়ায় নির্মাণকাজ শুরু করতে পারেনি। কেনা ওই জমিতে একটি আধাপাকা টিনশেড ভবন রয়েছে, যেখানে চারুকলা ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ‘আউটডোর পাঠদান’ হয়। অননুমোদিত আটটি ক্যাম্পাসের জন্য ইউজিসির ওয়েবসাইটে বিশ্ববিদ্যালয়টির নামের পাশে লাল তারকা চিহ্ন দেওয়া হয়েছে।

সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির তেজগাঁও শিল্প এলাকায় স্থায়ী ক্যাম্পাসে আংশিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এ ছাড়া বনানীতে অননুমোদিত চারটি ভবনে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। এ জন্য ইউজিসির ওয়েবসাইটে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের পাশে লাল তারকা চিহ্ন দেওয়া হয়েছে।

নিজস্ব ক্যাম্পাসের বিষয়ে ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলেছে, আগামী বছরের অক্টোবরে তাদের কাজ শেষ হবে। তবে ইউজিসি বলেছে, এ বছরের মধ্যেই তাদের নিজস্ব ক্যাম্পাসে যেতে হবে।

স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি ২০০২ সালে অনুমোদন পেয়েছিল। তারা বলেছে, ২০২৪ সালের মধ্যে ডেমরায় গ্রিন মডেল টাউনে স্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে পারবে; কিন্তু ইউজিসি সেটি মানেনি। ইউজিসি বলেছে, এ বছরেই তাদের নিজস্ব ক্যাম্পাসে যেতে হবে। ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত স্টেট ইউনিভার্সিটি চায় ২০২৫ সালের মধ্যে ক্যাম্পাসে যেতে; যদিও ইউজিসি তা মানেনি।

নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ অঙ্গীকারনামা দিয়ে বলেছে, তাদের সব কার্যক্রম এ বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই স্থায়ী ক্যাম্পাসে স্থানান্তর করবে। আশা ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ ২০০৬ সালে সাময়িক অনুমোদন পেলেও স্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে তাদের যথেষ্ট সদিচ্ছার অভাব প্রতীয়মান হয়েছে বলে জানিয়েছে ইউজিসি।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলেছে, বর্তমান প্রকল্পের কাজ অতি দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। প্রকল্পের কাজের প্রায় ৫৫ শতাংশ শেষ হয়েছে এবং আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে কার্যক্রম শতভাগ শেষ করার জন্য কাজ করছে। ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকেই নিজস্ব ক্যাম্পাসে কার্যক্রম শুরু করা হবে। প্রসঙ্গত, এ বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের অনুমোদন পেয়েছিল ২০০১ সালে।

চট্টগ্রামের ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি স্থায়ী ক্যাম্পাসের বিষয়ে ইউজিসিকে জবাব দেয়নি। এ বিষয়ে ইউজিসি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়টির স্থায়ী ক্যাম্পাসসংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের জন্য ইউজিসির বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যকে আহ্বায়ক করে আইনজীবীদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে পরে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

এ বছরের মধ্যে নিজস্ব ক্যাম্পাসে যেতে সময় বেঁধে দেওয়া অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলো- শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি, দ্য মিলেনিয়াম ইউনিভার্সিটি, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, প্রাইমএশিয়া ইউনিভার্সিটি, রয়েল ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ।

55
Shares